ভোটবাড়ি গ্রামে নদী সেচ প্রকল্পের জন্য আনা প্রয়োজনীয় পাইপগুলি এইভাবে দীর্ঘদিন থেকে ফেলে রাখা হয়েছে। ছবি ঃ গৌতম সরকার

স্বাস্থ্য দপ্তরের ভবন তৈরির দাবি উঠল কোচবিহারে

কোচবিহার, ১৬ জুন ঃ কোচবিহার শহরে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের দাবি জানালো প্রোগ্রেসিভ ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকপত্র পাঠিয়ে অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সহকারী সম্পাদক ডাঃ সুবিনয় চক্রবর্তী জানিয়েছেন, কোচবিহারে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রশাসনিক ভবন না থাকায় এই জেলায় স্বাস্থ্য দপ্তরের কাজকর্মে সমস্যা হচ্ছে। কোচবিহার শহরের নরনারায়ণ রোডের পাশে সি এম ও (এইচ) থ্রি-র মহারাজার আমলের বিশাল আকারের টিনের চালের ঘরটি বয়সের ভারে যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। ফলে ওই ঘরে কর্মরত কর্মীরা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। এই টিনের চালের বিশাল ঘরের পাশেই সি এম ও (এইচ) থ্রি-র একটি অফিস রয়েছে পাকা বিল্ডিং-এ। কিন্তু স্থানাভাবের জন্য ওই পাকা বিল্ডিং-এর বারান্দায়, সিঁড়িতে মূল্যবান সামগ্রী স্তুপিকৃত করে রাখা হচ্ছে।

ডাঃ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, কোচবিহার জেলায় হুঁ হুঁ করে জনসংখ্যা বাড়ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরেরও কাজের পরিধি বাড়ছে। এই অবস্থায় কোচবিহার শহরে স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি প্রশাসনিক ভবন তৈরি করে সেই ভবনে স্বাস্থ্য বিভাগের সবকটি দপ্তরকে এক ছাতার তলায় আনা হলে কাজের যেমন সুবিধা হবে, তেমনি জনগণও উপকৃত হবেন।

নেশার ওষুধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের দাবি ঃ নিউ কোচবিহার রেল স্টেশন এলাকায় প্রচুর সংখ্যক ছেলে এখন 'ডেনড্রাইড'-এর নেশায় মত্ত হয়ে উঠেছে। রাস্তার ধারের ছোটো ছোটো পান-বিড়ির দোকানেও পয়সা দিলে মিলছে প্রচুর পরিমাণে ডেনড্রাইড। এদিকে, আবার কাফসিরাফ, ফেনসিডিল সহ অন্যান্য ওষুধকেও নেশার সামগ্রী হিসেবে শহরের এক শ্রেণির যুবক গ্রহণ করছে। কিছু কিছু ওষুধের দোকান থেকে প্রেসক্রিপশন ছাড়াই এই ফেনসিডিল সহ অন্যান্য ওষুধ ক্রেতারা পেয়ে যাচ্ছেন। এই মাদকদ্রব্যের এতোটাই চাহিদা যে এগুলো আবার ব্যাপকভাবে বাংলাদেশেও পাচার হয়ে যাচ্ছে।

কোচবিহার জেলাশাসকের কাছে বৃহস্পতিবার একটি স্মারকপত্র দিয়ে অবিলম্বে কোচবিহার জেলায় মাদক দ্রব্যের কারবার বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানানো হয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে।

কোচবিহারের সি এম ও (এইচ) ডাঃ মানিকলাল দাস এ প্রসঙ্গে জানান, প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ বিক্রি করা উচিত নয়। তিনিও খবর পাচ্ছেন ফেনসিডিল ব্যাপকভাবেই বিক্রি হচ্ছে। সি এম ও (এইচ) বলেন, প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ বিশেষ করে নেশা জাতীয় ওষুধ বিক্রির ক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে ওষুধের দোকানের নাম পেলে তিনি বিষয়টি নিয়ে ড্রাগ কন্ট্রোলারের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন।

-সংবাদ নিউজ সার্ভিস

শ্রমিকদের কাজে বাধা, অভিযোগ তৃণমূলের

কোচবিহার, ১৬ জুন ঃ কোচবিহার স্টেশনে তৃণমূল সংগঠনের শ্রমিকরা ঠিকমতো কাজ পাচ্ছে না। কাজ পেতে তারা বিভিন্ন সময়ে নানা বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। বৃহস্পতিবার এই অভিযোগ তোলেন তৃণমূল কংগ্রেস শ্রমিক সংগঠনের এনএফ রেলওয়ে কন্ট্রাক্টরস লেবার অর্গানাইজেশনের কোচবিহার স্টেশন শাখার সভাপতি প্রণব কর্মকার। তিনি জানান, সংশ্লিষ্ট স্টেশনের সিটু এবং আইএনটিইউসি সংগঠনের সদস্য ও নেতৃত্ব তাদের সংগঠনের শ্রমিকদের কাজে বাধা দিচ্ছে। সমস্যা সমাধানের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলাশাসক, জেলা পুলিশ সুপার এবং সহকারী শ্রম অধিকর্তাকে লিখিতভাবে দাবি জানানো হয়েছে। প্রণববাবু জানান, সমস্যা সমাধানের সুষ্ঠু পদক্ষেপ না নিলে সংগঠনের পক্ষ থেকে বড়ো আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

এদিকে, সিটু ও আইএনটিইউসি নেতৃত্ব তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছে। তারা বলেন, শ্রমিকরা যাতে কাজ পায় সে জন্যই তাদের সংগঠন কাজ করে চলেছে। অন্যদিকে, শ্রম অধিকর্তার দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, সবার সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করা হবে। **-সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

নিয়োগ না হওয়ায় দুশ্চিন্তায় 'আশা' কর্মীরা

নয়ারহাট, ১৬ জুন ঃ গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্য পরিসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিভাগের অ্যাক্রিডটেড সোশ্যাল হেল্থ অ্যাকটিভিটিস 'আশা' প্রকল্পে প্রায় ১ বছর আগে নিয়োগপত্র হাতে পেলেও মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের ১৮৭ জন 'আশা' কর্মীকে আজও নিয়োগ করা হয়নি। ফলে দুশ্চিন্তা আর হতাশায় দিন কাটছে তাদের।

অবিলম্বে নিয়োগের দাবিতে আশাকর্মীরা আন্দোলন করার জন্য নবনিযুক্ত আশাকর্মী সমিতি, নামে একটি ব্লক কমিটিও গঠন করেছেন। সম্প্রতি তারা ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দাবি জানিয়ে ফ্যাক্সবার্তাও পাঠিয়েছেন তারা।

'নবনিযুক্ত আশাকর্মী সমিতি'র ব্লক কমিটির সম্পাদিকা মৌসুমী দেপাল জানান, গত বছরের ১৩ জুলাই তাদের নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ১১ মাস পড়েও তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়নি।

এ প্রসঙ্গে বিডিও সোমবার জানান, স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। খুব শীঘ্রই প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

শীতলাবাড়িতে রোগী আত্মঘাতী নার্সিংহোমে

দিনহাটা, ১৬ জুন ঃ নার্সিংহোমের ঘরের মধ্যেই গলায় গামছা জড়িয়ে ঝুলে রোগীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। মঙ্গলবার গভীর রাতে দিনহাটা শহরের শীতলাবাড়ি এলাকায় একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে এ ঘটনা ঘটেছে। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় বুধবার সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ও নার্সিংহোম সূত্রে জানা গেছে, মৃত রোগীর নাম দিলীপ বর্মন (২৫)। মহকুমার খট্টিমারী গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। নার্সিংহোম সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার পেটের ব্যথা নিয়ে ভরতি হন ওই যুবক। রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ গলায় গামছা বাঁধা অবস্থায় নার্সিংহোমের একটি ঘরে তার দেহ ঝুলতে দেখেন নার্সিংহোমের কর্মীরা। পরে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। **-সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

জাতীয় সড়ক বেহাল, বাড়ছে দুর্ঘটনা

পুণ্ডিবাড়ি, ১৬ জুন ঃ ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক বেহাল, বাড়ছে দুর্ঘটনা, কিন্তু ভ্রুক্ষেপ নেই প্রশাসনের। অভিযোগ, রাস্তা সংস্কারের কাজ নিম্নমানের হলেও ঠিকাদারদের কাছ থেকে মোটা টাকা উৎকোচ নিয়ে বিল পাস করছে পূর্ত দপ্তর।

পুণ্ডিবাড়ির পাকুড়তলার সিপিএম নেতা সুকুমার নন্দীর অভিযোগ, মাস দেড়েক আগেই রাস্তা সারানো হয় অথচ ইতিমধ্যেই রাজারহাট থেকে পুণ্ডিবাড়ি পর্যন্ত রাস্তা বেহাল। সংস্কারের কাজ হয়েছে খুবই নিম্নমানের।

কোচবিহার জেলা বেসরকারি যাত্রী পরিবহন মোটর কর্মী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অজিত ঘোষ বৃহস্পতিবার জানান, কোচবিহার থেকে পুণ্ডিবাড়ি ও ফালাকাটা যাওয়ার রাস্তা সহ তোর্ষা সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড ভেঙে যাওয়ায় রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তিনি জানান, প্রশাসন অবিলম্বে রাস্তা সারাইয়ের কাজে তৎপর না হলে তারা আন্দোলনে নামবেন।

ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অব ইন্ডিয়ার ফালাকাটা ডিভিশনের এগ্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অমিতাভ সাহা বৃহস্পতিবার জানান, তোর্ষা সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড সহ সমস্ত রাস্তা সারাইয়ের জন্য টেন্ডার জমা পড়েছে। ১৭ জুন ওয়ার্ক অর্ডার বের হবে।

এদিকে, পুণ্ডিবাড়ি পুলিশ সূত্রের খবর, বেহাল রাস্তায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। গত ছয় মাসে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ছাত্রী এবং শিক্ষিকা সহ মোট তিনজনের। উল্লেখ্য, ১৫ জুন ভাঙা রাস্তার জেরে মুখোমুখি দুই লাইন-ট্রাকের সংঘর্ষে আহত হয় দুই গাড়ির চালক। **-সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

নার্সারি প্রকল্পে খ্যাতি অর্জন করছেন স্বনির্ভর দলের মহিলারা

শালকুমারহাট, ১৬ জুন ঃ নার্সারি করে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকে বেশ সুনাম অর্জন করেছে কয়েকটি মহিলা স্বনির্ভর দল। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও আসন্ন অরণ্য সপ্তাহের প্রাক্ মুহূর্তে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর চারা বিতরণ কর্মসূচি গোটা ব্লকে বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। তবে নার্সারি বাবদ প্রায় অর্ধেক বকেয়া প্রদানের দাবি জানিয়েছেন তারা।

পূর্ব কাঁঠালবাড়ি অঞ্চল সূত্রে জানা গেছে, নারীমুক্তি দলের শিখা দাস কুড়ি হাজার, সোনালি মহিলা দলের আল্পনা দে কুড়ি হাজার ও বিপ্লবী মহিলা দলের রীনা দাস দশ হাজার নারকেল গাছের চারা নিয়ে নার্সারি শুরু করেন। এছাড়াও এলাকার আরও চারটি স্বনির্ভর দল যথা—মালঞ্চ কুড়ি হাজার, শিলতোর্ষা দশ হাজার এবং পারাপার ও বিপ্লবী দল তিরিশ হাজার সুপারি গাছের চারা নিয়ে নার্সারি শুরু করেন। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী এই চারাগুলিকে বড়ো করে বিনামূল্যে বিতরণ করলেন তারা।

মহিলারা জানান, এমজিএনআরইজিএস-এর আর্থিক সহযোগিতায় এই নার্সারি প্রকল্পটি চালু হয়। তারা আরও জানান, পূর্ব কাঁঠালবাড়ি অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকের পদটি শূন্য থাকায় এই প্রকল্পটি দেখছেন অঞ্চল নির্বাহী সহায়ক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তিনি জানান, জনসংখ্যার অনুপাতে ২,১৫০টি চারা বরাদ্দ হয়েছে। প্রতিটি বুথের পঞ্চায়েত সদস্যদের দেওয়া কুপনের ভিত্তিতে পরিবারপিছু ৪-৫টি চারা বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। প্রধান বিষ্ণুমোহন রায় জানান, নারকেল গাছের চারার বাজারদর যেখানে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা, সেখানে বিনামূল্যে দেওয়ায় প্রতিদিনই নার্সারিগুলোতে ভিড় করছেন গ্রামবাসী। বিষ্ণুবাবু বলেন, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সমস্ত গ্রামবাসীদের শামিল করাটাই আমাদের উদ্দেশ্য। তিনি গ্রামবাসীদের কাছে চারাগুলি যথাযথ রোপণ করার আবেদন জানিয়েছেন।

বকেয়ার ব্যাপারে ব্লকের সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচনের কারণে বকেয়া দিতে কিছুটা দেরি হয়েছে। তবে শীঘ্রই বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে।

-সংবাদ নিউজ সার্ভিস

বর্ষায় পারাপারে গুরুদায়িত্ব পালনে তৈরি হচ্ছেন ওরা

খগেনহাট, ১৬ জুন ঃ উত্তরের আকাশে বর্ষা কড়া নাড়ছে। তাই ব্যস্ত এখন ওরা। আর থাকবেন নাই বা কেন ? ওদের কাঁধে যে উত্তাল নদীর দুই পাশের মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব রয়েছে। আর বর্ষার ছয় মাস এই দায়িত্বকে ভগবানের পরিহাস বলেই মানতে চায় ওরা। ওরা বলতে গ্রামবাংলার হাজার হাজার মাঝি সম্প্রদায় মানুষ। তবে এদের কাঁধে হাজার হাজার মানুষের জীবনের নিশ্চয়তা থাকলেও তাদের নিজেদের জীবনে নেই কোনো নিশ্চয়তা। তবুও কোনো মান-অভিমান না করে হাসি মুখেই যাত্রী পারাপারের কাজ করছেন। যার ব্যতিক্রম ঘটেনি এবছরও। পুরানো নৌকা সারাই করা, রং করা এবং নতুন নৌকা তৈরি করতেই রাতদিন এক করে দিয়েছেন রহমত ইসলাম, কমল রায়, দীনেশ দাস, মতিবুল ইসলামের মতো মাঝিরা।

নৌকা সারাতে ব্যস্ত মাঝি। ছবি ঃ ভাস্কর শর্মা

গ্রামবাংলার বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স এলাকায় ভুটানের প্লাবনে যখন-তখন ভেসে যায় এই অঞ্চল। সড়ক ও রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েন প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ। তখন একমাত্র যোগাযোগের ভরসা নৌকা। তাই এ বছর এখনই বর্ষা চলে আসায় আর একবিন্দু সময় নষ্ট না করে নৌকা সারাই করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন মাঝিরা। মুজনাই নদীঘাটের মাঝি কমল রায় জানান, প্রতি বর্ষায় আমাদের গ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় শহর ফালাকাটা থেকে। তখন যোগাযোগের একমাত্র ভরসা নৌকা। তবে ছয়মাস নৌকা চালিয়ে যে উপার্জন হয় তা দিয়ে সংসার চলে না। মাঝিরা জানান, নৌকা রং, সারাই কিংবা নতুন নৌকা তৈরি করতে প্রচুর টাকার প্রয়োজন। কিন্তু যাত্রী পারাপার করে যে কটা টাকা হয় তা দিয়ে সব কাজ করা খুব কঠিন। তবে, নতুন সরকার যেভাবে গরিব মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসছে তাতে তাদের দিকেও সরকার তাকাবেন বলে আশায় বুক বাঁধছেন উত্তরের বিভিন্ন এলাকার মাঝিরা।

-সংবাদ নিউজ সার্ভিস

শিক্ষা ও শিক্ষকদের সমস্যা নিয়ে সরব কল্যাণ সমিতি

কোচবিহার, ১৬ জুন ঃ জেলার সার্বিক শিক্ষা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেশ কিছু জরুরি সমস্যা সমাধানের জন্য বৃহস্পতিবার সরব হল প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতি। সংগঠনের দাবি, প্রতিটি জেলা কাউন্সিল শিক্ষক সংগঠনের একজন করে সদস্য নিয়ে প্রাইমারি টিচার্স রিক্রুটমেন্ট কমিটি ও টিচার্স ট্রান্সফার সাব-কমিটি গঠিত হবে। প্রতিটি চক্রে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক নিয়োগ সহ সর্বশিক্ষা মিশনের জেলা কমিটিতে শিক্ষক সংগঠনের একজন একজন করে প্রতিনিধি রাখার দাবিও জানিয়েছে সংগঠনটি।

সংগঠনের সম্পাদক গৌতমকুমার দত্ত এদিন বলেন, শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের হিসেব প্রতি আর্থিক বছরের শেষে দিয়ে দেওয়া এবং পেনশন সংক্রান্ত ফাইল অবসরের দু-মাস আগেই পেনশন দপ্তরে পাঠানো দরকার। সংগঠনের পক্ষে ১১ দফা দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (প্রাথমিক) দপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালু ও বছরের শুরুতেই ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক দেবার দাবিও জানিয়েছে সংগঠনটি।

-সংবাদ নিউজ সার্ভিস

মেখলিগঞ্জে ঐতিহ্য রক্ষায় সচেতনতা সভা

মেখলিগঞ্জ, ১৬ জুন ঃ মেখলিগঞ্জ মহকুমাশাসকের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার হেরিটেজ অ্যাওয়ারনেস নিয়ে একটি সভা হল। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অরুণাভ বসুমজুমদার, অধ্যাপক ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ, ডঃ সুষমা রোহাটগি সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তারা বলেন, বৃহস্পতিবার প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ জল্পেশ মন্দির পরিদর্শনের পর এখানে এসেছেন।

১০০ বছরের পুরানো যে সব ঐতিহ্যপূর্ণ স্থান রয়েছে সেগুলি পরিদর্শন করে তাকে কীভাবে রক্ষা করা যায়, এ ব্যাপারে একটি রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। তা সরকারের কাছেই পাঠানো হবে। একটি মানচিত্র তৈরি করে তাতে সেগুলির অবস্থান নির্ণয় করা হচ্ছে। সংরক্ষণের জন্য সরকার ১৬ লক্ষ টাকা দিয়েছে। মেখলি কুটির শিল্পকে ফের পুনরুজ্জীবিত করা যায় কিনা তা নিয়ে বরেন ঘোষ, কুনাল নন্দী, হেনা সিংহ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। কুচলিবাড়ির দীপালি রায়, প্রগতি রায়, শান্তি রায় প্রমুখ মেখলি শিল্পীরা সভায় তাদের তৈরি শিল্পের নমুনা তুলে ধরেন। মহকুমাশাসক দেবাশিস কর্মকার সহ অনেকেই এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দেন। প্রয়োজনে আর্থিক সহযোগিতা করার আশ্বাসও মেলে। ওই সভায় প্রবীণ ইন্দুভূষণ সূত্রধরকে (১০৪) নানা উপহার সামগ্রী দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। মেখলি শিল্প রক্ষায় একটি এডভাইসরি কমিটি গঠিত হয়। **-সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

ভরতির দাবিতে ছাত্র বিক্ষোভ বামনহাটে

দিনহাটা, ১৬ জুন ঃ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে স্কুলে ভরতির দাবিতে ঘন্টা চারেক অবস্থান বিক্ষোভ করল বাম ছাত্র সংগঠন। বৃহস্পতিবার ১১টা থেকে বামনহাট হাইস্কুলের সামনে শুরু হয় এই ছাত্র আন্দোলন। এস এফ আই নেতা সুকান্ত ভট্টাচার্য, ছাত্র ব্লক নেতা চন্দ্রশেখর ঘোষ জানান, কোটা পূরণ হয়ে যাবার কথা বলে ৪৭ জন ছাত্রছাত্রীকে ভরতি নিতে অস্বীকার করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। ভরতির দাবিতে তাই আন্দোলনে নামা হয়। পরে অবশ্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপে আন্দোলন শেষ হয়। মহকুমাশাসক অগাস্টিন লেপচা বলেন, ভরতি নিয়ে বামনহাট স্কুলে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল তা মিটে গেছে।

মহিষকুচিতে উপপ্রধান পদ ছাড়লেন বিজেপি সদস্যা

বক্সিরহাট, ১৬ জুন ঃ দলবদল করে উপপ্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করলেন মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিজেপি-র নির্মলা দাস। বুধবার তিনি তার পদত্যাগপত্র তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের যুগ্ম বিডিও-র হাতে তুলে দেন। পদত্যাগপত্রে তিনি পদত্যাগের কারণ হিসেবে শারীরিক অসুস্থতার কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে, ভিন্ন সুত্রে পাওয়া খবরে জানা গেছে, সিপিএমের প্রধানও তার পদে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহিষকুচি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেস, তৃণমূল ও বিজেপি মহাজোট করে সিপিএমকে পরাজিত করে বোর্ড গঠন করে। ৮ সদস্যের গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেস তিনটি আসন পেয়ে প্রধান এবং বিজেপি ২টি আসন পাওয়ায় নির্মলা দাসকে উপপ্রধান নির্বাচিত করা হয়। বাকি তিনটি আসন পায় সিপিএম। বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদল হওয়ার পর গত সাতদিন আগে নির্মলাদেবী তার দল ত্যাগ করে তৃণমূলে যোগদানের জন্য তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি জয়নাল আবেদিনের কাছে লিখিতভাবে জানান বলে নির্মলাদেবী জানিয়েছেন। তারপরই তিনি স্বেচ্ছায় উপপ্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। বৃহস্পতিবার শালডাঙ্গার দলীয় ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্মলাদেবীকে তৃণমূল দলে গ্রহণ করা হয় বলে স্থানীয় নেতা জয়নাল আবেদিন জানান। এ ব্যাপারে বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক নিখিলরঞ্জন দে-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, তৃণমূলের অত্যাচারের চাপে পড়েই তিনি হয়ত পদত্যাগ করেছেন বলে তার ধারণা। বিষয়টি তিনি খোঁজ নিয়ে জানবেন।

-সংবাদ নিউজ সার্ভিস

আন্দোলনে অসংগঠিত কর্মীরা

কোচবিহার, ১৬ জুন ঃ জেলা অসংগঠিত বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির কর্মীরা বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়েছে। বৃহস্পতিবার এ খবর জানান বিদ্যুৎ শিল্পবন্ধু কর্মী ইউনিয়নের জেলা সভাপতি বিপ্লব রুদ্র। তিনি বলেন, বর্তমানে বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি কর্তৃপক্ষ বেসরকারি ক্ষেত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অথচ এই সমস্ত কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ই এস আইয়ের বিষয়ে কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না। তার অভিযোগ, ঠিকা কর্মীদের নিরাপত্তার ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষ উদাসীন। ফলে সবার সঙ্গে আলোচনা করেই বেতন বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

একই সঙ্গে বিপ্লববাবু এদিন জানান, বিগত ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কর্মীরা বিভিন্ন দিক থেকেই বঞ্চিত। মা-মাটি-মানুষের সরকারের কাছে সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি মেটানোর বিষয়ে আবেদন করা হবে। **-সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

দিনহাটায় চার কৃতীকে সংবর্ধনা

দিনহাটা, ১৬ জুন ঃ উচ্চমাধ্যমিকে দিনহাটার চার কৃতী ছাত্রছাত্রীকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় বৃহস্পতিবার। দিনহাটার ট্রেজারি বিল্ডিং-এ আয়োজিত এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক স্মারকি মহাপাত্র, দিনহাটার মহকুমাশাসক অগাস্টিন লেপচা সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। এবারের উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যসেরা সৌমেন সাহা, তৃতীয় পল্লবী কর্মকার, ষষ্ঠ নিবেদিতা রায়প্রামাণিক এবং সম্ভাব্য দশম জয় সাহা– সকলেই দিনহাটা শহরের বাসিন্দা।

-সংবাদ নিউজ সার্ভিস

কোচবিহার জেলায় পুলিশের আবাসন সমস্যা প্রকট

কোচবিহার, ১৬ জুন ঃ ২০০১-এর জনগণনা অনুযায়ী কোচবিহার জেলার জনসংখ্যা ছিল ২৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ১৫৫। এ বছর ৫ এপ্রিল প্রকাশিত জনগণনার খসড়া রিপোর্ট অনুযায়ী জেলার জনসংখ্যা ২৮ লক্ষ ২২ হাজার ৭৮০। অর্থাৎ গত দশ বছরে জেলার জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ। অথচ এই দশ বছরে জেলায় পুলিশকর্মীর সংখ্যা বেড়েছে বড়োজোর একশো। এ খবর জেলা পুলিশ সূত্রের। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত পি জাভালগি বৃহস্পতিবার জানান, জনসংখ্যা অনুপাতে পুলিশকর্মীর সংখ্যা কত তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানেন। জেলায় কত পুলিশকর্মী প্রয়োজন, কতগুলি পদ অনুমোদিত এবং কতগুলি পদ শূন্য তাও নিয়মিত জানানো হয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে। তারাই বিষয়টি দেখছেন।

জেলায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার দায়িত্ব পুলিশের। কিন্তু কেমন আছেন তারা সে খোঁজ নিতেই প্রতিবেদক কথা বলেছেন দুই পুলিশ সংগঠন যথা, পশ্চিমবঙ্গ নন-গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী সমিতি এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের পদাধিকারীদের সঙ্গে। পুলিশের বিভিন্ন মহলের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনায় দেখা গেছে সমস্যা অনেক। তা সত্ত্বেও পুলিশকর্মীরা প্রতিদিন তাদের দায়িত্ব পালন করছেন সাধ্যমতো। জেলা পুলিশের একটি বড়ো সমস্যা আবাসনের। কোচবিহার শহরেই তিনটি জায়গায় তাদের জন্য রয়েছে প্রায় ৮০টি আবাসন। কর্মীরাই জানালেন, ২৪ বছর আগে পুলিশ লাইনের দক্ষিণ-পশ্চিমে আবাসনগুলি ব্যবহার শুরু হয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত একবারও সেগুলি সংস্কার হয়নি। মাথাভাঙ্গা থানায় আছে আটটি আবাসন। সিতাই এবং শীতলকুচিতে আছে চারটি করে। কোতোয়ালি থানায় শুধুমাত্র আইসি-র আবাসন আছে। বাকি আবাসনগুলি অফিস হিসেবেই ব্যবহার হয় বলে অভিযোগ। পুলিশকর্মীদের সবাই যে আবাসনে থাকার সুযোগ পান না তা বলাবাহুল্য।

সংস্কারের অভাবে বেহাল আবাসন। ছবি ঃ শংকর দত্তগুপ্ত

তুফানগঞ্জে এসডিপিও থাকলেও তার কোনো অফিস নেই। সিআইয়ের অফিসে বসেই দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে। সমস্যা আরও আছে। ঘোকসাডাঙ্গা থানা ২৫ বছর ধরে এবং বক্সিরহাট থানা ১৫ বছর ধরে চলছে ভাড়াবাড়িতে। হালে ঘোকসাডাঙ্গার জন্য নিজস্ব থানা ভবন হলেও বাড়ির নির্মাণশৈলী নিয়ে আপত্তি উঠেছে। তাই সমস্যা থেকেই গেছে। জেলায় পুলিশের গাড়ি আছে ৭৫টি, পুলিশ ড্রাইভার আছেন মাত্র ২৮ জন। যেসব কনস্টেবল, হোমগার্ড বা এনভিএফ কর্মীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে, তারাই চালাচ্ছেন বাদবাকি গাড়ি। কিন্তু পুলিশ ড্রাইভারের প্রাপ্য বেতন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তারা।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন, কর্মীদের আবাসন মেরামত করার জন্য অনেকবারই চিঠি দেওয়া হয়েছে। পুলিশের গাড়ি যারা চালাচ্ছেন তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে ড্রাইভার পদে নিয়োগ করা হবে। দশ বছরে থানার সংখ্যা বাড়েনি। পুণ্ডিবাড়ি, নিশিগঞ্জ ও দিনহাটার নয়ারহাটে তিনটি পুলিশ ফাঁড়িকে থানায় রূপান্তর করার প্রস্তাবও দীর্ঘদিন ধরে কলকাতায় লালফিতের ফাঁসে আটকে রয়েছে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার।

-সংবাদ নিউজ সার্ভিস

২২তম বর্ষ

বৈশাখী মেলা'১১

স্থান ঃ কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম, শিলিগুড়ি

চলিতেছে

হস্ত, বস্ত্র, চর্ম শিল্পের মেলা ও প্রদর্শনী

সময় ঃ ৪টা হইতে ৯-৩০ পর্যন্ত

মেলা চলবে ২৮ শে মে হইতে ২৭ শে জুন পর্যন্ত

পূর্ব রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ের জুলাই, ২০১১-এর নিলামের সূচির বিজ্ঞপ্তি

তারিখ	স্থান	ডিভিসন/ডিপো
০৫.০৭.২০১১ (মঙ্গলবার)	স্টোর্স ডিপো, পূর্ব রেলওয়ে, জামালপুর	জামালপুর ডিপো ও মালদা ডিভিসন
০৮.০৭.২০১১ (শুক্রবার)	স্টোর্স ডিপো, পূর্ব রেলওয়ে, হালিসহর	হালিশহর ডিপো ও শিয়ালদহ ডিভিসন
১১.০৭.২০১১ (সোমবার)	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড (বিইএসওয়াই), পূর্ব রেলওয়ে, বেলুড় মঠের কাছে	বিইএসওয়াই ডিপো এবং আসানসোল, হাওড়া ডিভিসন
১৩.০৭.২০১১ (বুধবার)	স্টোর্স ডিপো, পূর্ব রেলওয়ে, হালিসহর	হালিসহর ডিপো ও শিয়ালদহ ডিভিসন
১৮.০৭.২০১১ (সোমবার)	স্টোর্স ডিপো, পূর্ব রেলওয়ে, জামালপুর	পূর্ব রেলওয়ের সমস্ত ডিপো এবং সমস্ত ডিভিসন
২২.০৭.২০১১ (শুক্রবার)	জেনারেল স্টোর্স ডিপো, নিউ জলপাইগুড়ি, এনএফআর-এর অকশন হল	পূর্ব রেলওয়ের সমস্ত ডিপো এবং সমস্ত ডিভিসন
২৮.০৭.২০১১ (বৃহস্পতিবার)	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড (বিইএসওয়াই), পূর্ব রেলওয়ে, বেলুড় মঠের কাছে	পূর্ব রেলওয়ের সমস্ত ডিপো এবং সমস্ত ডিভিসন

(এফএ অ্যান্ড সিএও/পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতার অনুকূলে কাটা পে-অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট, নগদে সফল বিডদাতাদের থেকে বায়নামূল্য জমা নেওয়া হবে।)

দ্রষ্টব্য ঃ ১। ক্যাটালগ অনুযায়ী পূর্ব রেলওয়েতে পড়ে থাকা স্ক্র্যাপ আইটেম বিক্রয়ের জন্য নিলাম। ২। এফএ অ্যান্ড সিএও/পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতা-র অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে-অর্ডার আকারে প্রতি ব্যক্তির জন্য ১০,০০০ টাকার (ফেরতযোগ্য) প্রবেশ মূল্য জমা করতে হবে। ক্যাটালগ ও অন্যান্য বিবরণের জন্য, আগ্রহী বিডদাতারা ডেপুটি সিএমএম/ডি/বিইএসওয়াই/এইচএলআর/জেএমপি অথবা সিএমএম/সেলস্, সেলস্ সেকশন, ৩, কয়লাঘাট স্ট্রিট (একতলা), কলকাতা-৭০০ ০০১, ফোন : ০৩৩-২২২২৭৮১৮ এবং ০৩৩-২২২২৭৮০৯-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ৩। নিলামের ক্যাটালগ ওয়েবসাইট www.erstorestenders.gov.in-এর মেনু **অকশন > অকশন ক্যাটালগ**-এ পাওয়া যাবে। ৪। বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত প্রতি মাসে প্রথম নিলাম হবার পর পরবর্তী নিলামের জন্য নিলামের ক্যাটালগ মূল নিলামের অবিক্রিত আইটেমগুলির জন্য এবং পরবর্তী তারিখে (যদি থাকে) আয়োজিত সাপ্লিমেন্টারি নিলামের ক্যাটালগের আইটেমগুলির জন্য হবে।

Stores-44/2011-12 Inpub/T1/06 কন্ট্রোলার অফ স্টোর্স

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in থেকেও পাওয়া যাবে।